ফী আমানিল্লাহ

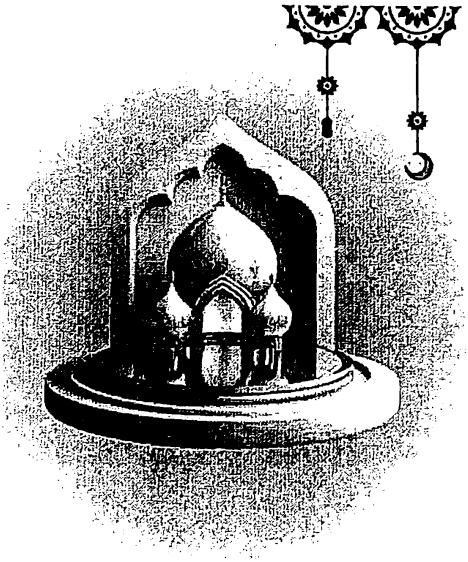
কুরআনিক চিকিৎসার সারসংক্ষেপ

হাফেজ জুবাইর আল হাদী



فِي أَمَانِ اللهِ

ফী আমানিল্লাহ

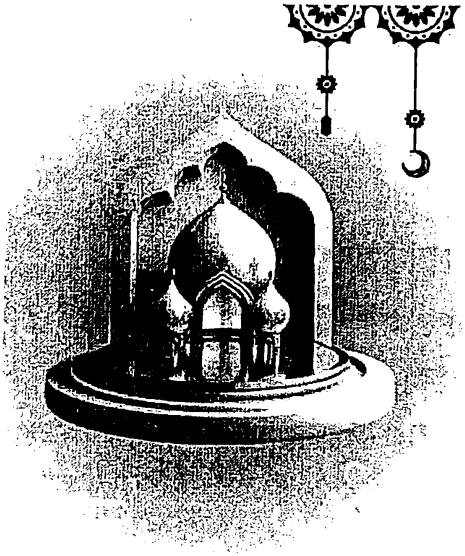


টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

فِي أَمَانِ اللهِ

ফী আমানিল্লাহ



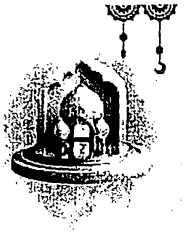
রচনায়

হাফেজ জুবাইর আল হাদী

মাকতাবাতুল মারিয়াম

৩৮/৩, বুক্‌স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



ফী আমানিল্লাহ
হাফেজ জুবাইর আল হাদী

প্রকাশনায় :



মাকতাবাতুল মারিয়াম
৩৮/৩, বুক্স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭০-৭৩২০৯৪

প্রকাশকাল : মে, ২০২৬

পরিবেশক :
আল মানার লাইব্রেরী
৩৮/৩, বুক্স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার সেটিং:
মেরাজ কম্পিউটার্স

মুদ্রণে : জ্ঞানদূত প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রারম্ভিকথা	৭
'ফি আমানিল্লাহ' ইসলামে এর ভিত্তি কি	৯
কোন লোককে বিদায় দেয়ার সময় যে দু'আ পাঠ করতে হয়	১১
কোনো লোককে বিদায় দেয়ার সময় যে দু'আ পাঠ করতে হয়	১২
সফরকালে দু'আ চাওয়া	১৩
আপনার প্রয়োজন শুধু আল্লাহকে বলুন	১৩
রুকইয়া শারইয়্যার ধারণা	১৪
যে ঝাড়ফুঁক রুকইয়া শারইয়্যা হবে না	১৫
কী কী রোগে রুকইয়া করা যায়?	১৬
কেন রুকইয়া করবেন না?	১৭
রুকইয়ার যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা	১৭
রুকইয়া ফলপ্রসূ হওয়ার শর্ত	১৯
রুকইয়ায় ফল পেতে অবশ্য-পালনীয় কিছু বিধান	২০
আস্থা হারাবেন না	২১
রুকইয়ার সাধারণ নির্দেশিকা	২১
রুকইয়ার পাশাপাশি যা যা প্রয়োজন হতে পারে	২৩
রুকইয়ার অডিও শ্রবণ	২৩
রুকইয়ার গোসল	২৩
হিজামা বা কাপিং থেরাপি	২৩
সদাকা করা	২৪
মধু ও কালোজিরা	২৪
সালাত পড়ে দুআ করা (বিশেষত মধ্যরাতের সালাত)	২৫
পূর্বের তাবিজ-কবচ ও সন্দেহজনক জাদুর বস্তু ধ্বংস করা	২৫
জিনের আসর	২৬
জিনের আসরের লক্ষণ	২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
রুকইয়ার মাধ্যমে জিনের আসর নির্ণয়	২৮
কালো-জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিক	২৯
রুকইয়ার মাধ্যেমে জাদুগ্রস্ত রোগী নির্ণয়	৩১
জাদুর প্রভাবসমূহ	৩২
জাদু ও জিনের আসরের রোগীর চিকিৎসা	৩৩
বদনজর	৩৪
বদনজরের লক্ষণ	৩৪
বদনজর থেকে সুরক্ষার উপায়	৩৫
বদনজরের চিকিৎসা	৩৬
ওয়াসওয়াসা	৩৬
যাবতীয় অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য মাসনুন আমলসমূহ	৫৪
প্রতিদিন সকালে ১০০ বার পাঠ করা	৫৫
প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়া	৫৫
প্রতিদিন সকাল-বিকাল সাতবার করে পড়ুন	৫৫
টয়লেটে যাওয়ার পূর্বে শয়তান থেকে পানাহ চেয়ে দুআ পড়ুন	৫৫
ব্যথার স্থানে হাত রেখে বারবার পড়ুন	৫৬
যেকোনো সময় ভয় পেলে বলুন	৫৬
মেঘের গর্জনে বা বিদ্যুৎ চমকালে বলুন	৫৬
বেশি বেশি বলুন	৫৬
আর্থ-সামাজিক-ব্যক্তিগত-পারিবারিক যেকোনো বিপদে পড়ুন	৫৭
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ুন	৫৮
ফি আমানিল্লাহ-এর বিকল্প বাক্য বা দোয়া	৬০
আধুনিক সময়ে ফি আমানিল্লাহ-এর ব্যবহার	৬১
আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশান্তিতে ফি আমানিল্লাহ-এর ভূমিকা	৬২
ফি আমানিল্লাহ-এর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব	৬২
ফি আমানিল্লাহ ব্যবহার: ধর্মীয় এবং ঐতিহ্যগত নির্দেশিকা	৬৩
উপসংহার: ফি আমানিল্লাহ-এর সার্বিক গুরুত্ব	৬৪

প্রারম্ভিকথা

মুসলিম সংস্কৃতিতে একে অপরের সাথে সাক্ষাতে যেমন 'সালাম' দেওয়া হয়, তেমনি বিদায়ের মুহূর্তেও একে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা করার রীতি রয়েছে। বিদায়ের সময় আমরা অনেকেই "ফি আমানিল্লাহ" (Fi-Amanillah) শব্দটি ব্যবহার করি। এটি কেবল একটি বিদায়ী বাক্য নয়, বরং এটি একটি শক্তিশালী দোয়া।

"ফি আমানিল্লাহ" (فِي أَمَانِ اللهِ) একটি আরবি বাক্যাংশ, যার অর্থ "আল্লাহর নিরাপত্তায়" বা "আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে রাখুন"। এটি মূলত বিদায়বেলায় প্রিয়জনকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দোয়াস্বরূপ বলা হয়, যা মুসলিম ও কুরআন এবং ইসলামে একটি সুন্দর বিদায় সম্ভাষণ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فِي	ফি (Fi)	মধ্যে/ভিতরে
أَمَان	আমান (Aman)	নিরাপত্তা/সুরক্ষা/জিম্মা
اللهِ	আল্লাহ (Allah)	মহান আল্লাহ

ফি আমানিল্লাহ-এর বিস্তারিত :

ব্যবহার : কেউ কোথাও যাত্রা করলে, ভ্রমণ শুরু করলে বা বিদায় নেওয়ার সময় এই কথাটি বলা হয়।

অর্থের গভীরতা : এর মাধ্যমে বিদায় জানানো ব্যক্তিকে আল্লাহর নিরাপত্তায় সোপর্দ করা বোঝায়।

উত্তর বা জবাব : এই কথার কোনো নির্দিষ্ট জবাব নেই, তবে ইসলামের অনুযায়ী, কেউ ফি আমানিল্লাহ বললে তার জবাবে আপনিও 'আল্লাহ হাফেজ' বা অন্য কোনো দোয়াসূচক বাক্য বলতে পারেন।

বিকল্প: এটি একটি চমৎকার দুআ, যা সফর বা বিদায়কালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

ইসলামি দৃষ্টিতে গুরুত্ব ও ফযিলত :

- **আল্লাহর হেফাজতে সোপর্দ:** হাদিসে এসেছে, যখন কোনো কিছু আল্লাহর জিম্মায় বা আমানতে রাখা হয়, তখন আল্লাহ তা হেফাজত করেন।
- **ঈমান ও তাওয়াক্কুল:** এটি মহান রবের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের প্রমাণ।
- **আত্মিক শান্তি:** প্রিয়জনকে আল্লাহর কাছে আমানত রেখে আপনি নিজেও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে পারেন।
- **ফেরেশতাদের দোয়া:** অন্যের জন্য দোয়া করলে ফেরেশতারাও আপনার জন্য একই দোয়া করেন।

আপনার প্রয়োজন শুধু আল্লাহকে বলুন!

☑ অনুরূপ ইসলামি বাক্য ও তুলনা

আল্লাহ হাফেজ	খোদা হাফেজ
'আল্লাহ হাফেজ' অর্থ 'আল্লাহ রক্ষাকারী'। আর 'ফি আমানিল্লাহ' অর্থ 'আল্লাহর নিরাপত্তায়'। দুটিই সঠিক। তবে আরব বিশ্বে 'ফি আমানিল্লাহ' বলার প্রচলন বেশি।	'খোদা' ফার্সি শব্দ (প্রভু), আর 'আল্লাহ' কুরআনিক শব্দ। তাই 'খোদা হাফেজ' এর চেয়ে 'আল্লাহ হাফেজ' বা 'ফি আমানিল্লাহ' বলা অধিক উত্তম।

☞ সাধারণ ভুল ও সংশোধনী

- ✓ **উচ্চারণ:** দ্রুত বলতে গিয়ে ভুল করবেন না। শুদ্ধ উচ্চারণ: ফি-আমানিল্লাহ।

- ✓ **ধারণা:** এটি শুধু হুজুরদের বলার শব্দ নয়, এটি সব মুসলমানের জন্য।
- ✓ **মেসেজিং:** চ্যাটিংয়ে 'Tata' বা 'Bye' না লিখে 'Fi Amanillah' লেখার অভ্যাস করা উত্তম।

📖 **শিশু ও নতুনদের জন্য সহজ ব্যাখ্যা :**

- ৬ ছোট সোনামণিদের বোঝাতে পারেন– "বাবু, ফি আমানিল্লাহ মানে হলো আল্লাহ তোমাকে দেখে রাখবেন, কোনো ব্যথা পেতে দেবেন না।"
- ৬ স্কুলে যাওয়ার সময় মা যখন সন্তানকে 'ফি আমানিল্লাহ' বলেন, তখন সন্তান বুঝতে শেখে যে আল্লাহ তার সাথে আছেন।

'ফি আমানিল্লাহ' ইসলামে এর ভিত্তি কি

কাউকে বিদায় দিতে সচারাচর আমরা 'ফি আমানিল্লাহ' শব্দটি ব্যাবহার কারে থাকি। বিদায় দেয়ার দোয়া হিসেবে আমরা শব্দটিকে নির্ধারণ করেছি। কিন্তু দ্বীনের মানদন্ডে এর ভিত্তি কতটুকু তা কি কখনো ভেবে দেখেছি?

'ফি আমানিল্লাহ' {فِي أَمَانِ اللهِ} আরবী শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে- 'আল্লাহ নিরাপত্তা দিন' বা 'আল্লাহর নিরাপত্তায়'। শাব্দিক ভাবে এতে কোন সমস্যা নেই। বরং অবশ্যই আমরা সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কাছেই নিরাপত্তা কামনা করি। কিন্তু যখন কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সুন্নাহ পাওয়া যাবে তখনও কি আমরা মানুষের বানানো দোয়াকেই মানব? মনে রাখবেন, কোনো আমল করতে হলে অবশ্যই তা কুরআন বা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। নতুবা তা পরিত্যাজ্য বলে গন্য হবে, কেননা কুরআন-হাদীসের বাইরে মানুষের বানানো হাতুড়ে আমলই হল বিদ'আত।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যার ব্যাপারে আমার শরীতের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"

[সহীহ মুসলিম, হাদিস-৩২৪৩]

রাসূল (সা.) আরো বলেন- "নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব, সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পদ্ধতি। আর নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে শরীয়াতে নতুন কিছু সৃষ্টি করা এবং প্রত্যেক বিদ'আত হচ্ছে ভ্রষ্টতা। *[সহীহ মুসলিম, হাদিস-৭৬৮]*

তিনি আরো বলেছেন, "যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার দলভুক্ত নয়।" *[সহীহ বুখারী, হাদিস-৫০৬৩]*

আল্লাহর রাসূল (সা.) হতে বিদায়ের দোয়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা যদি প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহর নিরাপত্তা ও রহমত কামনা করি সেক্ষেত্রে কি রাসূলের শিখানো দোয়ার মরতবা বেশী হবে না? আল্লাহর রাসূল (সা.) কাউকে বিদায় দেয়ার সময় বলতেন– "আস্তাউদি'উল্লা-হা দ্বীনাকা, ওয়া আমা-নাতাকা, ওয়া খাওয়া তীমা আ'মালীকা।"

[সহীহাহ, হাদিস-১৬, ২৪৮৫, তিরমিজী, অধ্যায়: ৪৫/ দু"আসমূহ, হাদিস-৩৪৪২, মান: সহীহ]

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ

অর্থ হলো: "তোমার দ্বীন, ঈমান ও সর্বশেষ আমালের ব্যাপারে আমি আল্লাহ তা'আকে আমানতদার নিযুক্ত করলাম।"

আসুন দ্বীনি ভাই-বোনেরা, আমরা আল্লাহর রাসূল (সা.)–এর শেখানো পদ্ধতিতে প্রিয়জনকে বিদায় দেই। তাতে করে একটি মৃত সুন্নাহ উজ্জীবিত হবে এবং আল্লাহর তরফ হতেও মিলবে নিরাপত্তা, রহমত ও সফলতা। আল্লাহর রাসূল (সা.) আরো বলেন– "যে আমার সুন্নাতকে যিন্দা করে সে আমাকে ভালবাসে। আর যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

[সুনানে তিরমিযী, হাদিস-২৬৭৮]

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনুল কারীমায় এরশাদ করেন– "তোমাদের জন্য রাসূল (সা.)-এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"

[সূরা: আল আহযাব, আয়াত: ২১]

অনুরূপ প্রসঙ্গ :

بَاب حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي . قَالَ î زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى قَالَ زِدْنِي . قَالَ î وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ î وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ î قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল (সা.)-এর কাছে এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পাথেয় দিন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন। সে বলল, আরো বেশি দিন। তিনি বললেনঃ তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন। সে বলল, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাকে আরো বেশি দান করুন। তিনি বললেনঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) তোমার জন্য মঙ্গলকে সহজতর করুন, তুমি যেখানেই থাক।

সুনান আত তিরমিযী, হাদিস-৩৪৪৪। হাসান সহীহ, আল-কালিমুত তাইয়্যিব তাহকীক সানী (হাদিস- ১৭০)। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। হাদিসের মান- সহিহ (সহিহ)

কোন লোককে বিদায় দেয়ার সময় যে দু'আ পাঠ করতে হয়

بَاب مَا يَقُولُ إِذَا وَدَّعَ إِنْسَانًا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا

أَرَادَ سَفَرًا ادْنُ مِنِّي أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوَدِّعُنَا فَيَقُولُ " أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ î قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

সালিম (রাহ.) হতে বর্ণিত আছে, কোনো লোক সফরের উদ্দেশে রাওয়ানা হলে ইবনু উমার (রা.) তাকে বলতেন, আমার কাছে আস। আমি তোমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেন। তিনি বলতেনঃ "তোমার দ্বীন, ঈমান ও সর্বশেষ "আমালের জন্য আমি আল্লাহ তা'আলাকে যিম্মাদার করলাম"।

সূনান আত তিরমিযী, হাদিস-৩৪৪৩; সহীহঃ প্রাগুক্ত। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ এবং সালিম ইবনু আবদুল্লাহর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব।

কোনো লোককে বিদায় দেয়ার সময় যে দু'আ পাঠ করতে হয়

باب مَا يَقُولُ إِذَا وَدَّعَ إِنْسَانًا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ السُّلَيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً أَخَذَ بِيَدِهِ فَلاَ يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَقُولُ " أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, কোনো লোককে নাবী (সা.) বিদায় দেয়ার সময় তাকে নিজের হাতে ধরতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের হাত নাবী (সা.) হতে না ছাড়াতেন সে

পর্যন্ত তিনিও তার হাত ছাড়তেন না। তিনি বলতেনঃ "তোমার দ্বীন, ঈমান ও সর্বশেষ আমালের ব্যাপারে আমি আল্লাহ তা'আলাকে আমানতদার নিযুক্ত করলাম"।

সূনান আত তিরমিযী, হাদিস-৩৪৪২; সহীহঃ সহীহাহ (হাদিস-১৬, ২৪৮৫), আল-কালিমুত তাইয়্যিব তাহকীক সানী (হাদিস-১৬৯/১২২)। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপর্যুক্ত সনদ সূত্রে গারীব। এ হাদীস ইবনু উমর (রা.) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসের মানঃ সহিহ।

সফরকালে দু'আ চাওয়া

بَاب حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي قَالَ î عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ î فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ î اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ î قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি, অতএব উপদেশ দিন। তিনি বললেনঃ অবশ্যই তুমি আল্লাহ তা'আলার ভয় (তাকওয়া) অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উচ্চ জায়গায় যাওয়ার সময় তাকবীর ধ্বনি দিবে। যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ "হে আল্লাহ! তার পথের ব্যবধান কমিয়ে দাও এবং তার জন্য সফর সহজতর করে দাও"।

সুনান আত তিরমিযী, হাদিস-৩৪৪৫; হাসানঃ ইবনু মাজাহ, হাদিস-২৭৭১; আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান।

আপনার প্রয়োজন শুধু আল্লাহকে বলুন

মুমিন-জীবনের সর্বাধিক পঠিত প্রতিশ্রুতি-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।'

(সূরা ফাতিহা, আয়াত-০৫)

এই প্রতিশ্রুতিটি আমরা দিনে কত শত বার পাঠ করছি! অথচ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমরা হারহামেশাই শিরকে লিপ্ত হচ্ছি। আমাদের কাছে ইবাদাতের অর্থ যতটুকু না অস্পষ্ট, সাহায্য-প্রার্থনা মানে কী-তা আরও বেশি অস্পষ্ট। আকীদার এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি আমাদের কাছে অস্পষ্ট হওয়ার কারণেই তাবিজ-কবচ, কুফুরিতন্ত্র ও তাগুতের তোষামোদিতে ভরে গেছে সারা মুসলিম সমাজ আর উপরিউক্ত প্রতিশ্রুতির বিপরীতে মুমিনদের মাঝে প্রসার ঘটেছে বিভিন্ন ধরনের শিরক ও কুফুরির। অথচ একজন মুমিনের বিশ্বাস হওয়া উচিত যে, জিন-জাদু-বদনজর ইত্যাদি প্যারানরমাল বিষয়ে এবং জাগতিক যাবতীয় সমস্যায় শুধু আল্লাহর সাহায্য নিতে হবে এবং প্রচলিত সমস্ত কুফুরি-শিরক-বিদআত পরিহার করতে হবে।

আল্লাহ বলেন, 'যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো মন্ত্রণা তামাকে স্পর্শ করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রাথনা করো।'

(সূরা আ'রাফ, আয়াত-২০০)

রুকইয়া শারইয়্যার ধারণা

রুকইয়ার শাব্দিক অর্থ ফুঁ দেওয়া, ঝাড়ফুঁক করা। তবে পারিভাষিক অর্থে শব্দটিকে আমরা ফুঁ দেওয়া অর্থে ব্যবহার করি না; বরং 'পাঠ-করা' অর্থে ব্যবহার করি। অর্থাৎ রুকইয়া মানে রোগী নিজে কুরআন পাঠ করবে কিংবা অন্য কেউ রোগীর কাছে কুরআন পাঠ করবে।

ব্যক্তি যখন শারীরিক, মানসিক, আত্মিক কিংবা জিন, জাদু ও বদনজর ইত্যাদি রোগ থেকে আরোগ্যের প্রত্যাশায়। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে নিজে কুরআন পাঠ করে কিংবা অন্য কেউ তাকে পাঠ করে শোনায়, একে আমরা শারঈ রুকইয়া বলি। শারঈ রুকইয়ার মাঝে শুধু কুরআন নয়, হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহও অন্তর্ভুক্ত। রুকইয়ার শাব্দিক অর্থ বিবেচনায় রাকী (যিনি রুকইয়া করান, তাকে

রাকী বলা হয়) রুকইয়া পড়ে রোগীকে ঝাড়ফুঁক করতে পারে আবার ঝাড়ফুঁক না করলেও সমস্যা নেই। জিবরীল আমীন আলাইহিস সালাম রাসূল (সা.)-এর এর কাছে এসে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি কি অসুস্থতাবোধ করছেন?' রাসূল (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ।' জিবরীল আমীন আলাইহিস সালাম বললেন,

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

"আল্লাহর নামে আমি আপনাকে রুকইয়া করছি, যে-সমস্ত বিষয় আপনাকে কষ্ট দেয় তা থেকে; সমস্ত মানুষ ও হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে; আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন; আল্লাহর নামে আপনাকে রুকইয়া করছি।" *(সহিহ মুসলিম, হাদিস-২১৮৬)*

যে ঝাড়ফুঁক রুকইয়া শারইয়্যা হবে না

যদি কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু পাঠ করে রুকইয়া করা হয়, তা কখনোই শরীয়ত-সম্মত রুকইয়া বলে গণ্য হবে না। যেমন কুফুরি-কালাম বলা কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সাহায্য চাওয়া। তবে হ্যাঁ... সরাসরি আল্লাহর কছে যেকোনো ভাষায় আরোগ্যের দুআ করে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ফুঁ দিলে কোনো সমস্যা নেই। রাসূল (সা.) বলেন,

لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

"ঝাড়ফুঁকে কোনো সমস্যা নেই যদি তাতে শিরক না থাকে।"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস-২২৬০)

রাসূল (সা.) শিরকি রুকইয়া ও তাবিজ-তাওলিয়াকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি বলেন,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

"নিঃসন্দেহে (কুরআন-সুন্নাহ-বর্জিত) ঝাড়ফুঁক, তাবিজ ও তাওলিয়া শিরক।" *(আহমাদ, আল-মুসনাদ: ৩৬১৫)*

কী কী রোগে রুকইয়া করা যায়?

রুকইয়া বা কুরআন পড়ে চিকিৎসা নেওয়া যেতে পারে তিন ধরনের রোগের জন্য:

১. শারীরিক রোগের জন্য
২. মানসিক রোগের জন্য
৩. জাদু, জিনের আসর, বদ-নজর ও ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত ব্যক্তির আরোগ্যের জন্য।

কুরআনকে আল্লাহ আরোগ্য বলেছেন। শুধু জিন-জাদু-ওয়াসওয়াসা নয়, আল্লাহ কুরআনে আরোগ্য রেখেছেন অন্তরের ব্যাধির, শারীরিক ব্যাধির এবং মানসিক ব্যাধির।

আল্লাহ বলেন, "আমি কুরআনের এমন কিছু আয়াত নাযিল করেছি, যা আরোগ্য এবং রহমত মুমিনদের জন্য।"

(সূরা ইসরা, আয়াত-৮২)

খুবই জরুরি কথা হলো, কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য শারীরিক ও মানসিক আরোগ্য নয়, বরং অন্তরের ব্যাধির নিরাময়। আল্লাহ তা স্পষ্ট করেই বলেছেন। তিনি বলেন, "হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং এসেছে অন্তরের ব্যাধির আরোগ্য।" (সূরা ইউনুস, আয়াত-৫৭)

অন্তরের ব্যাধি মানে কুফুর, পথভ্রষ্টতা ইত্যাদি। সুপথের দিশাই যেন অন্তরের ব্যাধির আরোগ্য।

বর্তমানে জিন-জাদুর সমস্যায় কয়জন আর আক্রান্ত? অথচ গোটা জাতিই যেন কুফুর শিরক ও কুসংস্কারের রোগে ভয়াবহভাবে জর্জরিত। যদি আমাদের মাঝে কুরআনের সঠিক চর্চা হয়, জিন-জাদু তো নির্মূল হবেই; জাহিলিয়াতের আঁধারও দূর হবে। তাই কুরআন

পাঠ করে রুকইয়ার চর্চার মূল লক্ষ্য হলো প্রচলিত কুফুরি-কুসংস্কার মুসলিম সমাজ হতে বিলুপ্ত করা।

কেন রুকইয়া করবেন না?

প্রিয় পাঠক, কবিরাজের কাছে সর্বরোগের মহৌষধ পাওয়া যেতে পারে। বাবার কাছেও পেতে পারেন মনের সমস্ত ইচ্ছা পূরণের যাবতীয় আমল। কিন্তু মনের সমস্ত ইচ্ছা পূরণের রুকইয়া খুঁজতে যাবেন না দয়া করে। মনের বৈধ-অবৈধ আশা পূরণের জন্য রুকইয়া নয়। মনের সমস্ত বৈধ আকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র মাধ্যম হলো দুআ। আপনার প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে ফরজ সালাত পরে কাঁদুন; সালাতুল হাজাত পড়ে এবং তাহাজ্জুদ পড়ে দুআ করুন।

অবৈধ প্রত্যাশা পূরণের জন্য রুকইয়া করবেন না এবং এ-জন্য আল্লাহর কাছে দুআর উদ্দেশ্যে হাতও পাতবেন না। মহান রবের সাথে এটা হবে নিঃসন্দেহে চরম বেয়াদবি।

রুকইয়ার যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা

জিন ও জাদুর চিকিৎসায় কুরআন পাঠের যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা অনুধাবনের জন্য আগে সূরা ফালাক ও সূরা নাসের অর্থ পড়ে নিই।

সূরা ফালাক:

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

"বলো, আমি প্রভাতের রবের কাছে পানাহ চাইছি, তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন সবকিছুর অনিষ্ট থেকে; আঁধারাচ্ছন্ন রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আঁধারে প্রবেশ করে; গিঁটে-ফু-দেওয়া জাদুকরদের অনিষ্ট থেকে; এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

সূরা নাস:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

"বলো, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রভু, মানুষের অধিপতি ও মানুষের ইলাহের কাছে ওয়াসওয়াসা-দানকারী খান্নাস মানুষ ও জিনের অনিষ্ট থেকে, যারা মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা প্রক্ষেপণ করে।"

উল্লিখিত সূরা-দুটি থেকে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

১. কুরআন যদি জিন, হিংসা ও জাদুর চিকিৎসায় যথেষ্ঠ না হতো, তবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ এবং সূরা-দুটির মর্ম অনর্থক ও অসার সাব্যস্ত হয়ে যেত। নাউযু বিল্লাহ!

২. আল্লাহ তাআলা এ সূরা-দুটিতে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দিয়ে যেন আমাদেরকে শারঈ চিকিৎসার পন্থা বাতলে দিচ্ছেন।

৩. সমগ্র কুরআন মাজীদ আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন আমলের জন্য, নিজে তিলাওয়াতের জন্য এবং অন্যকে শোনানোর জন্য। তারপরও আল্লাহ তাআলা কোথাও কোথাও 'বলো' 'বলো' বলে আয়াত। নাযিল করেন। যেমন সূরা ফালাক ও সূরা নাস আল্লাহ শুরু করছেন 'বলো' কথার মাধ্যমে। তার মানে সে আয়াতগুলো বলা স্বতন্ত্র একটা ইবাদাত বা 'বলো' শব্দের মর্মার্থ হলো সে আয়াতগুলো বারংবার বলার জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। সুতরাং জিন-জাদু-বদনজর ইত্যাদির অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে উপরিউক্ত সূরা-দুটি পড়তে হবে এবং পড়ে পড়ে আত্মরক্ষা করতে হবে।

রুকইয়া ফলপ্রসূ হওয়ার শর্ত

রুকইয়া ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য শর্ত হলো কুরআনের দুআ ও রুকইয়ার পাঠ অন্তর থেকে হতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত দুআ :

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

'হে আল্লাহ, তুমি আমাদের সরল পথ দেখাও।'

(সূরা ফাতিহা, আয়াত-৬)

দুআটি এতবার পাঠের পরও মানুষ ভ্রষ্ট হয়। কেন? কারণ যে দুআ অন্তর থেকে আসে না, তা নিছক অসার-প্রার্থনা।

রাকীকে ও রোগীকে মনে রাখতে হবে, কুরআন। পাঠের দ্বারা আল্লাহ তাআলা উপকৃত করবেন কি না, এটা একান্তই আল্লাহর বিষয়। রোগের নিরাময় কারও ওষুধ দ্বারা হয় আবার কেউ সেই একই অসুস্থতায় ভুগে ভুগে মারা যায়। তাই রুকইয়া আস্থা নিয়ে পাঠ করতে হবে; তবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে-এই পাঠের বিনিময় আল্লাহ কোনো-না-কোনোভাবে অবশ্যই দেবেন। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ উত্তম কর্মশীলদের আমল বিনষ্ট করেন না।' *(সূরা হূদ, আয়াত-১১৫)*

রুকইয়ায় ফল পেতে হলে রুকইয়া কেমন হওয়া উচিত?

কুরআন-হাদীসের জায়গায় জায়গায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের শিখিয়েছেন-কীভাবে জিন ও মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে। হয়। এ সমস্ত প্রার্থনা দ্বারা উপকৃত হওয়া তখনই সম্ভব, যখন আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে-অবশ্যই আমাদের এ ফরিয়াদ আল্লাহ শুনছেন এবং শোনেন।

আবার এ অনুভূতিটুকুও থাকতে হবে যে, আমাদের পাপের ফলে কিংবা কোনো হিকমার কারণে আল্লাহ এ দুআ ফিরিয়েও দিতে পারেন। আল্লাহর প্রতি আস্থার নাম হলো 'আশা'; আর নিজেদের

পাপের কারণে দুআ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার শঙ্কার নাম হলো 'ভয়'। আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহকে ডাকো আশায় আশায় ও ভয়ে ভয়ে।" *(সূরা আ'রাফ, আয়াত-৫৬)*

আল্লাহর প্রতি আস্থা যেমন হবে, রুকইয়ায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের সুরতও তেমন হবে। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, "আমি আমার বান্দার ঠিক ততটা পাশে, যেমনটা বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে।" *(সহিহ বুখারি, হাদিস-৭৪০৫)*

আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে কি না, তা কিছুটা বোঝা যাবে যখন শরীরে লটকানো শিরকি তাবিজ, কুসংস্কারপূর্ণ পাথর ও শেকড়-বাকড় ছুড়ে ফেলব। ওয়াল্লাহি, এসব তাবিজ-কবচ ঝুলিয়ে রাখলে রুকইয়ার কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। কারণ, এ কেমন আস্থা! আপনি বিশ্বাস করছেন, কুরআন দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়! অথচ শিরকি তাবিজ-কবচ ঝুলিয়ে রেখেছেন।

রুকইয়ায় ফল পেতে মৌলিক তিনটি শর্ত হলো:

১. কুরাআন তিলাওয়াতের দ্বারা রুকইয়ার নিয়ত করতে হবে এবং সুস্থতার আশা করতে হবে;
২. আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে পড়তে হবে;
৩. নিয়মতান্ত্রিকভাবে লাগাতার ধৈর্যসহকারে রুকইয়া করতে হবে।

রুকইয়ায় ফল পেতে অবশ্য-পালনীয় কিছু বিধান

- সমস্ত গাইরে মাহরামের সাথে শরীয়ার হিজাবের বিধান মেনে চলা।
- দৈনন্দিন জীবনে সকল ইসলামি বিধিবিধানকে প্রাধানা দেওয়া।
- কুফুরি তাবিজ এবং এ-জাতীয় সমস্ত শিরকি বা বিদআতি চিকিৎসা বর্জন।

- ❖ পরিবার পরামর্শভিত্তিক পরিচালনা করা।
- ❖ সন্তানকে সঠিক সময়ে বিয়ে দেওয়া।
- ❖ দৃষ্টি অবনত রাখা এবং নারী হলে শারঈ পর্দার বিধান মেনে চলা।
- ❖ ঘরে কোনো ছবি, মূর্তি, ভাস্কর্য না রাখা। ছবি-মূর্তি থাকলে রহমতের ফেরেশতা ঘরে আসবে না এবং রুকইয়ায় কোনো কাজ হবে না।

রাকীকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের পাশাপাশি সামাজিকভাবেও সচেতন হতে হবে। যেমন: ক্যান্সার, সিজোফ্রেনিয়া বা কোনো জটিল রোগে শুধু ঝাড়ফুঁকের পরামর্শ না দিয়ে রাকী যেন রোগীকে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

আস্থা হারাবেন না

একটা নিবেদন! হতে পারে, আপনি দীর্ঘ দিন কোনো বিষয়ে দুআ করছেন, রুকইয়া করছেন; কিন্তু প্রত্যাশিত ফলাফল আসছে না। কখনো কখনো আপনাকে দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরতে হতে পারে। হতাশ হবেন না। কারণ এমনও তো হতে পারে, আল্লাহ আপনাকে ঝাঁকিয়ে দেখছেন। আমাদের ঈমানের দৃঢ়তা তো বিপদেই প্রকাশ পায়! যেমন পেরেক শক্ত করে গেঁথেছে কি না, একটু ঝাঁকুনি দিলেই বোঝা যায়।

রুকইয়ার সাধারণ নির্দেশিকা

১. রুকইয়ার পূর্বে আয়াতুল কুরসি, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে রাকী ও রোগীর আশেপাশে যারা থাকবেন, তার অবশ্যই শরীর প্রটেক্ট করবেন;

২. বিশেষত জিনের সমস্যা থাকলে শিশুকে সেখান থেকে। নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে;

৩. রাকী ও রোগী উভয়ের জন্য উত্তম হলো অজুর সাথে কিবলামুখী হয়ে বসা;

৪. রুকইয়ায় কুরআন দেখে পড়ার চেয়ে মুখস্থ পড়া উত্তম।

৫. রাকী যথাসম্ভব অর্থের দিকে লক্ষ রেখে পাঠ করবেন এবং রোগী মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

৬. ইচ্ছে করলে রুকইয়ার মাঝে মাঝে এবং শেষে পানি ও তেলে ফুঁ দিতে পারেন; জিন ও জাদুর রোগীর ক্ষেত্রে পড়া-পানি ও পড়া-তেল বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে।

৭. রোগী যদি গাইরে মাহরাম না হয়, তবে রাকী রোগীর মাথায় কিংবা ব্যথার স্থানে হাত রেখে পড়বে;

৮. গাইরে মাহরাম মহিলার ক্ষেত্রে রাকী হাতের স্পর্শ ছাড়াই রুকইয়া পড়বে।

৯. রাকী রুকইয়া করার সময় অবশ্যই রোগীর চিকিৎসা ছাড়াও নিয়ত রাখবেন-আল্লাহ যেন এ কুরআনের ওসিলায় রোগীকে হিদায়াতের পথে অবিচল রাখেন এবং যদি জিনের আসর হয়, তা হলে সেই জিনকেও যেন আল্লাহ হিদায়াত দান করেন;

১০. রুকইয়া ধৈর্যের সাথে নিয়মিত করতে হবে। কখনো এক সপ্তাহ করা লাগতে পারে, কখনো এক মাস আবার কখনো কম কিংবা বেশি;

১১. সর্বোত্তম হলো, রুকইয়ার সময় রাকী কুরআনের আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত রুকইয়ার দুআ দুটোই পড়বেন। তবে সংক্ষেপে যেকোনো একটি পড়ে রুকইয়া করলেও হবে।

১২. রুকইয়া নিচু আওয়াজে এবং উঁচু আওয়াজে দুভাবেই পড়া যায়। তবে উত্তম হলো মধ্যম স্বরে পড়া; তেমন নিচু আওয়াজে না আবার অত উঁচু স্বরেও না;

১৩. রাকী লক্ষ করবেন, কোন কোন আয়াত পাঠের দ্বারা রোগী বেশি প্রভাবিত হচ্ছে, সে-সমস্ত আয়াত বারবার পড়বেন;
১৪. রুকইয়ার সময় যত প্রতিক্রিয়াই হোক না কেন, না ঘাবড়িয়ে রুকইয়া চালু রাখতে হবে।

রুকইয়ার পাশাপাশি যা যা প্রয়োজন হতে পারে

✓ রুকইয়ার অডিও শ্রবণ:

রোগী যদি নিজে রুকইয়া পাঠ করতে পারে, সেটাই উত্তম। তবে রুকইয়া-পাঠের পাশাপাশি সমস্যার ধরন অনুযায়ী রোগী নির্দিষ্ট কোনো ক্বারীর রুকইয়া নিয়মিত সাত দিন অথবা পনেরো দিন কিংবা আরও বেশি শুনতে পারে। অডিও শোনার সময় লক্ষণীয় বিষয় হলো পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে সমস্ত কাজকর্ম বর্জন করে শুনতে হবে। ইন্টারনেটে শাইখ লুহাইদান, শাইখ গামিদী-সহ বিভিন্ন কারীর রুকইয়া বেশ সহজলভ্য।

✓ রুকইয়ার গোসল

একটি পাত্রে পানি নিন। পানির মধ্যে দু-হাত ডুবিয়ে দুরুদ পড়ুন; তারপর সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ুন। এভাবে প্রতিদিন এক বালতি পানির মাঝে হাত ডুবিয়ে ওপরের আলোচিত আয়াত বা সূরাগুলো পড়ুন এবং গোসল করুন। ওয়াশরুমে বা টয়লেটে কুরআন পড়বেন না। গোসল করতে থাকুন ৭/১৫/৩০ দিন।

✓ হিজামা বা কাপিং থেরাপি

হিজামা একটি প্রাচীন ও সুন্নতি চিকিৎসা-পদ্ধতি। ইংরেজিতে হিজামাকে কাপিং থেরাপি বলে। হিজামার মাধ্যমে শরীরের নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে কাপ লাগিয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সামান্য রক্ত নিষ্কাশন করা

হয়। আসলে সামান্য সেই রক্তটুকু মূলত টক্সিন। হিজামায় আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন রোগের আরোগ্য রেখেছেন।

আনাস (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.) হিজামা করিয়েছেন। রাসূল (সা.) তখন বলেছিলেন, 'তোমরা যা-কিছু দিয়ে চিকিৎসা করো, তার মধ্যে হিজামা (কাপিং থেরাপি) ও সামুদ্রিক কস্ট বা আল-কুসতুস্স বাহরি (এক ধরনের ভারতীয় ঔষধি গাছ) শ্রেষ্ঠ।'

(সহিহ মুসলিম, হাদিস-৫৬৯৬)

✓ সদাকা করা

সাধ্য-অনুযায়ী সুস্থতার আশায় আল্লাহর জন্য সদাকা করা যেতে পারে। সদাকার দ্বারা বিভিন্ন রোগের আরোগ্য হয়। রাসূল (সা.)-এর একটি বাণী শুনুন: "তোমরা তোমাদের রোগীদের সদাকার মাধ্যমে। চিকিৎসা করো।" *(সহিহ আবু দাউদ, হাদিস-১০৫)*

দান সম্পর্কে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরেকটি বাণী হলো: "সদাকা পাপসমূহ মুছে দেয়, যেভাবে পানি আগুন নিভিয়ে দেয়।" *(সহিহ তিরমিযি, হাদিস-৬১৪)*

✓ মধু ও কালোজিরা

রোগী প্রতিদিন সকালে কিছুটা মধু ও কালোজিরা গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কুরআনে বলেছেন, "মৌমাছির পেট থেকে বের হয়ে আসে বিভিন্ন রঙের পানীয়; তাতে রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্য।" *(সূরা নাহল, আয়াত-৬৯)*

আল্লাহ কি নির্দিষ্ট কোনো রোগের মধ্যে মধুর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন? না! কখনোই না। নিঃসন্দেহে সমস্ত রোগের আরোগ্য আছে মধুর মধ্যে।

আর কালোজিরা! স্বয়ং রাসূল (সা.) বলেন, "এই 'কালোদানা' মৃত্যু ছাড়া সমস্ত রোগের আরোগ্য।" *(সহিহ বুখারি, হাদিস-৫৬৮৭)*

✓ সালাত পড়ে দুআ করা (বিশেষত মধ্যরাতের সালাত)

শাইখ আবদুল আযীয তারীফি হাফিজাহুল্লাহ বলেন, "দুশ্চিন্তা প্রতিহতকারী বস্তুই হলো সালাত। রাসূল (সা.) যখন কোনো বিষয়ে চিন্তিত। হতেন, সঙ্গে সঙ্গে সালাতের জন্য ছুটে যেতেন। কেননা পেরেশানির সময় ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে আর শক্তিধর হয়ে ওঠে শয়তান। এ সময় ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনের খুব বেশি মুখাপেক্ষী। তাই তো আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।" *(সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৩)*

✓ পূর্বের তাবিজ-কবচ ও সন্দেহজনক জাদুর বস্তু ধ্বংস করা

জাদুর সন্দেহজনক কিছু পেলে তা নষ্ট করতে হবে। পূর্বে কোনো কবিরাজ-ফকিরের কাছ থেকে শেকড়-বাঁকড়-সুতা-তাবিজ-জাতীয় কিছু এনে থাকলে, সেগুলোও আগে নষ্ট করুন।

একটি পাত্রে পানি নিন। তারপর সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা ফালাক ও সূরা নাস এবং সাথে সূরা আ'রাফ, সূরা ত্ব-হা এবং সূরা ইউনুসের নিচের আয়াতগুলো পড়ুন এবং পানির মধ্যে ফুঁ দিন। তারপর সেখানে জাদুর বস্তু তাবিজ-কবচ ফেলুন। কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে দূরে কোথাও ফেলুন।

সূরা আ'রাফ, আয়াত-১১৭-১১৯

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ*

সূরা ইউনুস, আয়াত-৭৯-৮২

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ)

সূরা ত্ব-হা, আয়াত-৬৫-৬৯

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

জিনের আসর

জিনের আসর সত্য বিষয়। জিন মানুষকে আসর করতে পারে; স্পর্শ দ্বারা মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটাতে পারে। জিন মানুষের ওপর ভর করতে পারে; তাকে প্রভাবিত করতে পারে; তার স্বাভাবিক কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহারকে ব্যাহত করতে পারে। একদিন রাসূল (সা.) বললেন, "গত রাতে একট শক্তিশালী জিন আমার ওপর চড়াও হতে চেয়েছিল। তার। উদ্দেশ্য ছিল আমার সালাত নষ্ট করা। আল্লাহ তার বিরুদ্ধে। আমাকে শক্তিশালী করেছেন। আমি তাকে ধরে মসজিদের একটা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে চাইলাম যেন তোমরাও তাকে দেখতে পাও। পরে ভাই সুলাইমানের দুআ মনে। পড়ল-'হে আমার রব, আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যা আমার পরে কারও জন্য শোভা পাবে না।'-ফলে আমি তাকে ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দিলাম।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস-৩৪২৩)

✓ জিনের আসরের লক্ষণ

জিন যখন কাউকে আসর করে, এর বিভিন্ন লক্ষণ হতে পারে। নিচে কিছু সাধারণ লক্ষণ উল্লেখ করছি:

১. নিয়মিত মাথাব্যথা, বমি করা; বমি-বমি ভাব কিংবা চেহারার। রং ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া।
২. পূর্বের পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়গুলো হঠাৎ করে বদলে যাওয়া।
৩. মাঝে মধ্যেই ভীতিকর ও আজগুবি স্বপ্ন দেখা অথবা ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠা।
৪. পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া কিংবা সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব থাকা।
৫. শিশুর অস্বাভাবিক কান্নাকাটি এবং একটুতেই চমকে ওঠা।
৬. কেউ যেন ডাকছে কিন্তু কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না- এমনটা মনে হওয়া।
৭. কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ইত্যাদিতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।
৮. স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, সবকিছু ভুলে যাওয়া বা ভুল করা।
৯. দুশ্চিন্তা, হতাশা, অস্থিরতা ও আতঙ্কভাব বিরাজ করা।
১০. দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া কিংবা দৃষ্টিভ্রম বা দৃষ্টিবিভ্রাট সৃষ্টি হওয়া
১১. কালো কালো সাপ, কুকুর, বিড়াল বা অন্য কোনো ভয়ানক প্রাণীর স্বপ্ন দেখে ভয় পাওয়া।
১২. ঘুমের মধ্যে আবোল-তাবোল বকা; দাঁত কিড়মিড় করা; কিছু খাওয়া বা হাসি-কান্না করা।
১৩. কারণ ছাড়াই হঠাৎ হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়া।
১৪. ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটা-চলা করা বা উঠে বসা; কিন্তু অনুভব না করা
১৫. স্বপ্নে দেখা যে, সে ওপর থেকে পড়ে যাচ্ছে।
১৬. নিজেকে স্বপ্নে কবরস্থান, শ্মশান বা নির্জন এলাকায় আবিষ্কার করা।

১৭. অদ্ভুত আকৃতির বেশি লম্বা বা বেশি বেঁটে মানুষ দেখা।

(সূত্রঃ islamqa, (১০-০৮-৩০১৮) المس الشيطاني والسحر)

মনে রাখা খুবই জরুরিঃ এ-সমস্ত লক্ষণ পাওয়া গেলেই এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, এসব জিন-জাদুর কারণেই হয়েছে। অনেক সময় এগুলো বিভিন্ন রোগের কারণেও হতে পারে। কেননা একই সমস্যা বিভিন্ন রোগের উপসর্গ হতে পারে।

✓ রুকইয়ার মাধ্যমে জিনের আসর নির্ণয়

যদি ব্যক্তির বাস্তবিক-অর্থেই জিনের সমস্যা থাকে, তা হলে রুকইয়ার সময় নিচের লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারেঃ

১. শরীরের কোনো অঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে ওঠা।
২. প্রচণ্ড ভয় পেতে থাকা। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যাওয়া।
৩. তিলাওয়াতের প্রতি অনীহা ও বিতৃষ্ণাভাব জন্ম নেওয়া।
৪. বুক ধড়ফড় করা।
৫. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গরম বা ঠান্ডা হয়ে আসা।
৬. হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া।
৭. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কাঁটা দেওয়া।
৮. হাঁটু ভারী হয়ে যাওয়া
৯. পিঠের নিচের দিকে ব্যথা করা। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ব্যথা স্থানান্তর হওয়া।
১০. অচেতনতা, বেহুঁশ অবস্থা, আচমকা গভীর ঘুমের ঘোরে হারিয়ে যাওয়া।
১১. কানে চাপ অথবা ঝিঁঝিঁ শব্দ অনুভূত হওয়া।
১২. চোখে আলোর ঝলকানি দেখা, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়া।

১৩. কখনো কখনো রাকী এমন কারও অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে, যে কুরআন পড়ার সময় কথা বলতে চাচ্ছে না।

১৪. চেঁচামেচি বা চিৎকার করা। চিৎকার করে কারও নাম ধরে ডাকা।

কালো-জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিক

কালো-জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিকের আরবি প্রতিশব্দ 'সিহর'। 'সিহর' শব্দের অর্থ গোপন। 'সিহর' শব্দের পরিভাষাগত অর্থ হলো বিশেষ রকম প্রতারণা, ভেলকিবাজি কিংবা ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচ কিংবা এ জাতীয় কোনো সাধনা, যেগুলোর মাধ্যমে কাউকে অসুস্থ করা হয়, মানসিক-ভারসাম্যহীন করে ফেলা হয়, যা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যুর কারণ হতে দাঁড়ায়।

সাধারণত জাদুর মাধ্যমে মানুষের আচরণগত দিকটাকে প্রভাবিত করা হয়। যা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনাচারে; দৈনন্দিন বিভিন্ন বিষয়ে। আর সেই প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তির মনোদৈহিক সুস্থতা ও চিন্তন প্রক্রিয়ায়।

জাদুর বিষয়ে মুমিনের বিশ্বাস কেমন হবে, সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াতটি উল্লেখের দ্বারা আশা করি তা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে:

'সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যেসব মন্ত্র পাঠ করছিল ওরা সেসবের অনুসরণ করেছে। কুফুরি সুলাইমান করেনি; করেছে জিন-শয়তানরা; তারা মানুষকে জাদু শেখাত।'

'তারা এমন সব জাদু শেখাত, যা মানুষের ক্ষতি করে; উপকারে আসে না।' *(সূরা বাকারা, আয়াত-১০২)*

কুরআনের এ আলোচনার দ্বারা যে-সমস্ত বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়:

- জাদুবিদ্যা সর্বাবস্থায় কুফুরি।

- ❖ জাদু শেখা বা শেখানো কুফুরি।
- ❖ কারও উপকার বা ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা জাদুর নেই।
- ❖ জাদুর ক্ষতি আল্লাহর অনুমতিতেই হয়।
- ❖ জাদু একটি পরীক্ষা, বিশ্বাসীদের এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা প্রয়োজন।

জাদু কখনো জিনের সাহায্যে করা হয় আবার কখনো মনুষ্য-শয়তানের মাধ্যমে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর রাজত্বকালে যারা জাদুচর্চা করত, তাদেরকে আল্লাহ ঢালাওভাবে শয়তান বলেছেন। সুতরাং যে জাদু করবে, সে জাদুকর শয়তান বলে গণ্য হবে। জাদুকর-শয়তান মানুষও হতে পারে; জিনও হতে পারে। আবার জাদু যে সব সময় ক্ষতিকর হয়, তা নয়। কখনো কখনো সেগুলো মানুষের নিছক দৃষ্টিভ্রম ঘটায়! হতে পারে নিছক ভেলকি! হতে পারে। প্রতারক শয়তানদের চাতুরতাপূর্ণ কারসাজি!

✓ জাদুর সাধারণ লক্ষণ

১. পাকস্থলি থেকে বিভিন্ন দুর্গন্ধ মুখ দিয়ে নির্গত হওয়া।
২. পেটে ব্যথা অনুভূত হওয়া।
৩. শরীরে আগুন লাগলে যেমন হয়, ওরকমভাবে বুক জ্বালাপোড়া করা।
৪. রুকইয়া করতে শুরু করলে বমি হওয়া বা বমির ভাব হওয়া।
৫. ঘনঘন রোগাক্রান্ত হওয়া; কিন্তু প্রচলিত ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে রোগের লক্ষণ নির্ণয় করতে না পারা।
৬. ক্ষুধামন্দা, ক্লান্তি ও অবসাদ এবং কাজকর্মে মনোযোগ কমে যাওয়া।
৭. ভালো কাজে মন না বসা কিংবা ভালো কাজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলা।

৮. বুক, পিঠ ও কাঁধে ব্যথা অনুভূত হওয়া এবং ব্যথা অনেক দিন পর্যন্ত থাকা।
৯. মনের ভেতরে অস্থিরতা অনুভূত হওয়া।
১০. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অথবা পরিবারে তুচ্ছ কারণে অনবরত ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ লেগে থাকা।
১১. সমাজের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বিঘ্নিত হওয়া ও স্বাভাবিকভাবে মানুষের সাথে মিশতে না পারা বা অনীহা কাজ করা।

কোনো ব্যক্তির মাঝে উপরিউক্ত একাধিক লক্ষণ পাওয়া গেলে অনুমান-নির্ভর একটা রুকইয়া করা হয়। এই রুকইয়াটি রোগ নির্ণয়ের জন্য। কেননা প্রথম পর্যায়ে রুকইয়া হলো ডায়াগনোসিসের মতো; যার দ্বারা একজন রাকী বুঝতে পারেন-এগুলো কি সাধারণ রোগ নাকি জিন-জাদুর প্রভাব। জাদুর সমস্যা হলে রুকইয়ার বিকল্প নেই। আর জাদুর সমস্যা না হলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

✓ রুকইয়ার মাধ্যেমে জাদুগ্রস্ত রোগী নির্ণয়

রুকইয়া শুরু করলে-বাস্তবেই যদি জাদুর সমস্যা থাকে-তা হলে নিচের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে পারে (আবার না-ও পেতে পারে)। যদি নিচের এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা যায়, তবে ঘাবড়ে যাবেন না।

১. রুকইয়া করার সময় ক্রন্দন করা (এটা প্রমাণ করে যে, জাদু-করার ক্ষেত্রে জিনকে কাজে লাগানো হয়েছে)।
২. মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হওয়া, পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হওয়া।
৩. নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে ফেনা বা সর্দি-জাতীয় কিছু বের হওয়া।
৪. চেহারায় অস্বাভাবিক কালোভাব সুস্পষ্ট হওয়া।
৫. বমি করা বা বমি-বমি ভাব অনুভব করা।

৬. কখনো কখনো রাকী চোখের সামনে চুল অথবা গিঁট-দেওয়া রশি বা পেঁচানো রশি দেখতে পারে (যা বাস্তবে ওখানে নেই)।
৭. শরীরে যেন কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে-এমন লাগা।

মূলত রুকইয়ার সময় এ-সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেলেই জাদুর বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

(সূত্র: Islamwebnev.com (১০-০৯-২০১৮) علامات السحر على المسحور وعلاجه

জাদুর প্রভাবসমূহ

জাদুর প্রভাবের সত্যতা ও কার্যকারিতা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখন শুধু জাদুর দৃষ্টিকোণ নিয়ে কিছু আলোচনা করব। জাদুর কয়েকটি বিশেষ দিক হলো:

- বিয়ে ভাঙার নিমিত্তে জাদু
- সম্পর্কচ্ছিন্ন করার জাদু
- ভালোবাসা-সৃষ্টির জাদু
- মস্তিষ্ক বিকৃতির জাদু
- সহবাসে অক্ষম করে ফেলার জাদু
- ভ্রূণ নষ্টের জাদু
- অনিয়মিত ঋতুস্রাব বা এ-জাতীয় সমস্যার জন্য জাদু
- ব্যবসা-বাণিজ্যের লোকসান

আমাদের আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে একটা কথা জানিয়ে রাখা জরুরি যে, এসব রোগ বা সমস্যা জাদু ছাড়াও নানাবিধ কারণে হতে পারে। তাই এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলেই হুটহাট একে জাদু ভেবে বসবেন না।

জাদু ও জিনের আসরের রোগীর চিকিৎসা

জিনের আসরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রুকইয়া পাঠের সময় জিন উপস্থিত হতে পারে। আর জাদুর রোগীর ক্ষেত্রে জাদু যদি সরাসরি জিন করে থাকে কিংবা জিন চালান দিয়ে করানো হয়, তা হলে রুকইয়ার সময় জিন উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রুকইয়ার সময় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ঘাবড়ে না গিয়ে প্রতিক্রিয়া বন্ধ হওয়া পর্যন্ত রুকইয়া চালিয়ে যেতে হবে।

রোগীর অবস্থা অনুযায়ী সাত দিন, পনেরো দিন বা এক মাস রুকইয়া করানো যেতে পারে। রোগী নিজেও নিচের বিষয়গুলো আমল করতে পারে:

- ❖ জিন-জাদু-বদনজরের কমন রুকইয়া
- ❖ হারকের রুকইয়া (কুরআনে বর্ণিত জাহান্নাম-সংক্রান্ত আয়াত তিলাওয়াত করা)
- ❖ জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিকের রুকইয়া
- ❖ বেশি বেশি আয়াতুল কুরসি, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও নাস মনযোগ সহকারে যিক্রের মতো পড়া।
- ❖ জিনের আসরের সমস্যা থাকলে মাঝে মধ্যে সূরা বাকারা পাঠ করা।
- ❖ জিন-জাদু হতে সুরক্ষার জন্য যে নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো কেবল মাসখানিক নয়, বরং নিয়মিত চালিয়ে যেতে হবে।

এ ছাড়া রোগী পনেরো দিন, তিন সপ্তাহ বা এক মাস রুকইয়ার গোসল করবে। জাদুর চিকিৎসার ক্ষেত্রে কখনো কখনো মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, হিজামা, কালোজিরা, জমজমের পানি, আজওয়া খেজুর ও মধুর প্রয়োজন হতে পারে। কারণ জাদুর প্রভাব অনেক সময় বিভিন্ন

রোগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। রোগী প্রতিদিন আজওয়া খেজুর খেতে পারে একটা বা তিনটা করে। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আজওয়া খেজুরে জাদুর প্রতিষেধক আছে।

বদনজর

বদনজর হলো দৃষ্টির এক ধরনের বিষাক্ত চাহনি, যা কোনো ব্যক্তির অসুস্থতা ও শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। সাধারণত বদনজরের প্রভাব জাদু ও জিনের আসরের তুলনায় সাময়িক; তবে কখনো কখনো তা জিনের আসর বা জাদু থেকেও বহুগুণে মারাত্মক হতে পারে। বদনজর দুই প্রকার হয়: মানুষের বদনজর ও জিনের বদনজর।

ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "নজর (লাগার বিষয়টি) সত্য। কোনো জিনিস যদি তাকদীরকে পরজিত করতে পারত, তবে অবশ্যই বদনজর একে পরাজিত করত।" *(সহিহ মুসলিম, হাদিস-২১৮৮)*

এক হাদীসে রাসূল (সা.) বদনজরের ভয়াবহতা বোঝাতে গিয়ে বলেন, "নজর মানুষকে কবরে পৌঁছে দেয় আর উটকে নিয়ে যায় রান্নার হাঁড়িতে।" *(সুয়ূতি, আল-জামিয়ুস সগীর, ৫৭৩০)*

বদনজরের লক্ষণ

যদি নিচের এক বা একাধিক লক্ষণ কারও মাঝে থাকে, তা হলে ভাবা যেতে পারে যে, সে বদনজরের শিকার:

১. সবকিছু কেমন অবনতির দিকে যাওয়া।
২. ব্রণ, চর্মরোগ ইত্যাদির প্রকোপ বেড়ে যাওয়া।
৩. হঠাৎ স্বাস্থ্য ভেঙে-পড়া; অথবা দিন-দিন রোগাটে হতে থাকা
৪. কাঁধে, ভ্রুর ওপরে বা মাথার পেছনের দিকে ভার-ভার হয়ে থাকা।

৫. কাজকর্মে মনোযোগ না বসা; সব সময় কেমন গা ছাড়া ভাব অনুভূত হওয়া।
৬. আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলা।
৭. বুক ধড়ফড় করা; শরীরের ভেতরে অস্থির লাগা।
৮. এটা-ওটা ভুলে যাওয়া, ঘনঘন ভুল করা।
৯. পারিবারিক জীবনে নিজেকে অসুখী মনে করা। বারবার ভেঙে যাওয়া।
১০. শিশুর হঠাৎ কিছু হলেই চমকে ওঠা এবং খাবার খেতে না চাওয়া।
১১. জ্বর-জ্বর ভাব থাকা; কিন্তু দেখা যায় যে, আসলে জ্বর নেই।

(উৎস: রাকি আবু উমার, (২৫-০৮-২০১৮) كيف تعرف انك مصاب بالعين

বদনজর থেকে সুরক্ষার উপায়

১. কোনো নিয়ামত দেখলে বা কারও ভালো কিছু দেখলে বা শুনলে বলুন– مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ *(সূরা কাহফ, আয়াত-৩৯)*
২. উত্তম কিছু দেখলে বারাকাতের জন্য দুআ করুন। শুধু এতটুকু বললেও হবে-বারাকাল্লাহ!
৩. বড়ত্ব প্রদর্শনের জন্য বা লোক-চোখে আমিত্ব জাহিরের জন্য, নিজেদের সুখ-ভালবাসা-প্রাচুর্য বা ঈর্ষা করার মতো কোনোকিছু প্রচার করে বেড়াবেন না; অফলাইনে না এবং অনলাইনেও না। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে স্বপ্নের কথা ভাইদের জানাতে নিষেধ করেছিলেন।
৪. দয়া করে ফেসবুকে ছবি আপলোড দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। অনেক ভাই-বোনকে দেখা যায়, তারা সেজেগুজে পোজ দিয়ে ছবি তোলেন, তারপর সেগুলো ফেসবুকে

আপলোড দেন। ফেসবুকে কোনো ছবি কারও ভালো লাগল, সেই ভালো-লাগা থেকেও বদনজর লাগতে পারে। তা ছাড়া ছবি আপলোড করার মতো অহেতুক কাজ মুমিনের জন্য সাজে না।

যে-বোন ছবি আপলোড দিলেন, তিনি তো হিজাবের বিধান লঙ্ঘনের কারণে পাপী হবেন। পাশাপাশি যত মানুষ তার দিকে। তাকিয়ে গুনাহ করবেন, সমস্ত গুনাহের ভাগও তিনি পাবেন। কারণ সকলের গুনাহের কারণও সেই বোন। সাবধান হোন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি আপলোড দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

বদনজরের চিকিৎসা

বদনজরের রুকইয়া খুবই সহজ। এ ক্ষেত্রে আমরা দুটি অবস্থার সম্মুখীন হতে পারি। কে নজর দিয়েছে, সেটা জানতে পারি; আবার না-ও জানতে পারি। যদি জানা যায় কার নজর লেগেছে, সে ক্ষেত্রে বুখারির রিওয়ায়াত অনুযায়ী সাহল (রা.)-এর ঘটনা অবলম্বনে বদনজর-দানকারীর গোসলের পানি অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে ঢালা হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় আশা করি, অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে। আর যদি জানা না যায় কার নজর লেগেছে, সে ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তিকে রুকইয়া শোনার ও পাঠের পরামর্শ দেওয়া হবে। কুরআনের আয়াতের সামনে বদনজরের বিষ কখনোই টিকতে পারবে না, ইন-শা-আল্লাহ।

সমস্যার ধরন অনুযায়ী রুকইয়া পাঠ বা শ্রবণের সময় কম-বেশি হতে পারে। রোগীকে বদনজর থেকে বাঁচার জন্য রুকইয়ার গোসলেরও পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

ওয়াসওয়াসা

ওয়াসওয়াসার সাথে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা (Ossessive Complsive Disorder (OCD)-এর একটা জোরালো মিল আছে;

আবার এ-দুইয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধানও আছে। যখন কোনো অন্যায়ের কুমন্ত্রণা মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়, এটাকে আমরা ওয়াসওয়াসা বলছি। মনোবিজ্ঞানীরা এটিকে গুঈউ বলতে নারাজ। তাদের মতে, ঙঈউ হওয়ার জন্য একই মন্ত্রণা বা জল্পনা-কল্পনা বারবার মনে উদয় হতে হবে। যে ওয়াসওয়াসা মনে বারবার উদয় হয় এবং ব্যক্তি শত চেষ্টা করেও তা প্রতিহত করতে পারে না, সেটিই মূলত আমাদের এ অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়।

ওয়াসওয়াসা হলো মনের মধ্যে কোনোকিছু উদয় হওয়া, যা অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রত্যাশিত। যেমন কারও হঠাৎ মনে হলো:

- অমুক মেয়েকে একটা এস.এম.এস দিই
- আজ একটু জুয়া খেলি!
- দেখি! এবারের ঈদে ভালো কোনো ড্রামা এসেছে কি না?
- অনেক দিন অ্যালকোহল খাই না, আজকেই শেষ..!
- সালাতের মাঝে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কথা মনে পড়া;
- অবৈধ কোনো পিকচার বা দৃশ্য বারবার চোখে ভেসে আসা;
- কল্পনায় কারও সাথে ব্যভিচার করা;
- মনোজগতে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া;
- অজুতে হাত বারবার ভালোভাবে ধোয়ার পরও মনে হচ্ছে, আরেকটু না ধুলে হয়তো অজুই হবে না;
- অজুতে মাথা মাসেহ করেও মনে হচ্ছে, পুরো মাথা মাসেহ হলো না, তারপর পুরো মাথা ভিজিয়ে ফেলা;

ওয়াসওয়াসা স্বাভাবিক পর্যায়ে রোগ নয়। তবে কেউ যখন অলীক-দর্শন বা এ-জাতীয় জটিলতায় জড়িয়ে পড়বে; অনর্থক কাজ বারবার করবে; একই কল্পনা বারবার আসবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অবাস্তব বস্তুকেই বাস্তব মনে হতে থাকবে, তখন অবশ্যই তা রোগ। যেমন কেউ সালাতে দাঁড়ালেই দেখে সামনে মূর্তি ইত্যাদি।

ওয়াসওয়াসাটি যখন রোগে পরিণত হয়, তখন এটিকে বলে বলপ্রয়োগকারী ওয়াসওয়াসা বা 'আল- ওয়াসওয়াসাতুল কাহরিয়া' (Waswasa Conditioning)। মেডিকেলের পরিভাষায় তখন বলা হয় (CD).

আমরা ওয়াসওয়াসাকে দুভাগে ভাগ করতে পারি-একটি হলো চিন্তার জগতে ওয়াসওয়াসা। যেমন:

- মৃত বাবাকে দেখতে পাওয়া, যেন সে তার সাথে কথা বলছে;
- কোনোকিছুর বিষয়ে অস্বাভাবিক ভীতি সৃষ্টি হওয়া; তারপর মননে সেটিকে কল্পনা করে করে বাস্তব ভেবে বসা;
- হারাম কোনো কাজের কল্পনা বা দৃশ্য মনে বারবার আসতে থাকা; এমনকি এ-পর্যন্ত ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হতে পারে, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? নাউযু বিল্লাহ।
- কোনো অশ্লীল দৃশ্য বা ছবি মাথার মধ্যে বারবার ঘুরতে থাকা; কখনো কখনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে কল্পনায় ব্যভিচার পর্যন্ত করা এবং এ ধরনের ব্যভিচার বারবার করতে থাকা;
- সালাতে দাঁড়ালেই মূর্তি দেখা, শয়তান দেখা। ইবাদাত করতে গেলে মনে হওয়া-কেউ তাকে ইবাদাতে বাধা দিচ্ছে।

আরেক প্রকার ওয়াসওয়াসা হলো কর্মের মধ্যে ওয়াসওয়াসা। যেমন:

- অজু করতে গিয়ে কুলি করছে তো করছেই,
- ওয়াশরুমে গিয়ে হাত ধুচ্ছে তো ধুচ্ছেই,
- কাপড় ধুতে গিয়ে বারবার কাপড় ধুয়েই যাচ্ছে:
- বারবার মনে হচ্ছে, নাকে মনে হয় ময়লা লেগে আছে, ফলে বারবার নাক পরিষ্কার করছে;

- অজু করে সালাতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, অজু কি করেছি। আবার অজু করতে যাচ্ছে,
- সালাত চার রাকাআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে মনে হওয়া যে, চার রাকাত পড়লাম না তিন রাকাত? এভাবে একই সালাত বারবার পড়তে থাকা।

ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের একটি সাধারণ সমস্যা হলো, যেকোনো কাজে মনোযোগের অভাব। কাজের সময় মন বসে না; আবার অন্য কাজের সময় হলে এই কাজের কথা মনে পড়ে, তখন সে কাজেও মন বসে না।

উৎসের বিবেচনায় সাধারণত ওয়াসওয়াসা তিন প্রকারে বিভক্ত হতে পারে। যেমন:

১. মানুষ-শয়তান কর্তৃক সৃষ্ট
২. জিন বা শয়তান কর্তৃক সৃষ্ট
৩. নফসের পক্ষ থেকে বা কল্পনা থেকে সৃষ্ট

ওয়াসওয়াসা থেকে যেভাবে নিরাপদ থাকবেন

- ইলম অর্জনে নিমগ্ন হোন।
- বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও যিকর-আযকার করুন।
- সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন ওযীফাগুলো পাঠ করুন।
- আল্লাহর নাফরমানিমূলক ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে দূরে থাকুন।
- কুসংস্কারমুক্ত থাকুন।
- খারাপ-সঙ্গ পরিহার করুন। ভালো মানুষের সাথে থাকুন।
- একাকী নির্জনে বেশি সময় কাটাবেন না।
- প্রতিদিন সকালে বলুন: "ইন-শা-আল্লাহ! আমি পারি; আমি পারব। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট।"

নিচের দুআ দুটি পড়ুনঃ

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

"আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে, তার স্পর্শ থেকে, ফুঁ থেকে এবং মন্ত্রণা থেকে সাহায্য চাইছি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছে।"

(আবু দাউদ, হাদিস-৭৬৪)

লক্ষ করুন, আপনার মাঝে জিনের আসর বা জাদুর অন্য কোনো লক্ষণ আছে কি না। অনেক সময় ওয়াসওয়াসা জাদু ও জিনের আসরের প্রভাবে হয়। সে ক্ষেত্রে জিনের আসর, জাদু কিংবা বদনজরে-আক্রান্ত রোগীর মতোই রুকইয়া করতে হবে যথানিয়মে।

জাদু-বদনজর-জিনের আসর ও ওয়াসওয়াসার জন্য কমন রুকইয়া বোল্ড-করা আয়াতসমূহ বারবার পড়ুন। এগুলোর মধ্যে রুকইয়ার সময় রোগী যে আয়াতে বেশি প্রভাবিত হয়, সে আয়াত বারবার পড়ুন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى

(তিরমিযি, হাদিস-৪০৪)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

(আবু দাউদ, হাদিস-৭৬৪)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

(তিরমিযি, হাদিস-৩৫২৮)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

(তিরমিযি, হাদিস-২০৬০)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(মুসলিম, হাদিস-২৭০৯)

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(আবু দাউদ, হাদিস-৫০৮৮)

✓ সূরা ফাতিহা :

بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

✓ সূরা বাকারা: ১-৪

الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

✓ সূরা বাকারা: ১০২

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

✓ সূরা বাকারা: ১৬৩-১৬৪

وَالْهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

✓ সূরা বাকারা: ২৫৫

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

✓ সূরা বাকারা: ২৮৪-২৮৬

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

✓ সূরা আল ইমরান: ১৮-১৯

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. لا إله إلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلَامُ, وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ, وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

✓ সূরা নিসা: ৫৪-৫৬

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ, فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيماً * فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً*

✓ সূরা আ'রাফ: ৫৪-৫৬

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * ادْعُوا رَبَّكُمْ

تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعاً، إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ*

✓ সূরা আ'রাফ: ১১৭-১২২

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ * وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ*

✓ সূরা ইউনুস: ৫৭-৫৮

يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

✓ সূরা ইউনুস: ৭৭-৮২

قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ * قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ * وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ * فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ*

✓ সূরা হিজর: ৩৪-৩৫

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

✓ সূরা ইবরাহীম: ১৫-১৭

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ * مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ * يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

✓ সূরা ইবরাহীম: ৪৯-৫১

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ * سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ * لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ*

✓ সূরা ত্ব-হা: ৬৫-৭০

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى * قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى * فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى . وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى * فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى

✓ সূরা কাহফ : ৩৯

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً

✓ সূরা মারইয়াম: ৬৮-৭১

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيّاً * ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً * ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيّاً * وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِياً*

✓ সূরা মুমিনুন: ৯৭-৯৮

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

✓ সূরা মুমিনুন: ১১৫-১১৮

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ * وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ * وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

✓ সূরা নূর: ৩৫

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ, مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

✓ সূরা ফুরকান: ২৩

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

✓ সূরা নামল: ৩০-৩১

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

✓ সূরা শুআরা: ৪৩-৪৮

قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ * فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

✓ সূরা শুআরা: ৭৫-৮৫

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ * الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ * رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ * وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَبَّةِ جَنَّةِ النعيم.

✓ সূরা সাবা: ১২

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ

✓ সূরা সাবা: ৪৮-৪৯

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ * قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

✓ সূরা সাফফাত: ১-১০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَاتِ صَفًّا * فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا * فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا * إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ * إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ * لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

✓ সূরা সাফফাত: ১৫৮-১৫৯

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا, وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ

✓ সূরা জাসিয়া: ৭-১১

وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا تُخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ

✓ সূরা আহকাফ: ২৯-৩২

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ

مُسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

✓ সূরা আর-রহমান: ৩১-৩৬

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنَحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

✓ সূরা হাশর: ২১-২৪

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *

✓ সূরা কলম: ৫১

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

✓ সূরা জিন: ১-১৫

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً * وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً * وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً * وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً * وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً * وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً * وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيداً وَشُهُباً * وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعُ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَاً رَصَداً * وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً * وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً * وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تعجز الله فِي الأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً * وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً وَلَا رَهَقاً * وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً * وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً

✓ সূরা যিলযাল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا * يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

✓ সূরা কাফিরুন

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

✓ সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

✓ সূরা ফালাক

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

✓ সূরা নাস

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

(ইবনু মাজাহ, হাদিস-২৮৫৫)

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

(তিরমিযি, হাদিস-৯৭২)

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

(বুখারি, হাদিস-৫৭৪৩)

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

(আবু দাউদ, হাদিস-৩১০৬)

সাধারণ অসুস্থতার রুকইয়া

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

(ইবনু মাজাহ, হাদিস-২৮৫৫)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

(তিরমিযি, হাদিস-২০৬০)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

(সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৫)

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا, رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا, رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا, أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

(সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৫-২৮৬)

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

(সূরা তাওবা, আয়াত-১৪)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

(সূরা শুআরা, আয়াত-৮০)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

(সূরা ইউনুস, আয়াত-৫৭)

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

(সূরা নাহল, আয়াত-৬৯)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(সূরা ইসরা, আয়াত-৮২)

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

(সূরা ফুসসিলাত, আয়াত-৪৪)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(সূরা ইখলাস)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

(সূরা ফালাক)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ

(সূরা নাস)

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ

(আবু দাউদ, হাদিস-৩১০৬)

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

(তিরমিযি, হাদিস-৯৭২)

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

(বুখারি, হাদিস-৫৭৪৩)

بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ

(মুসলিম, হাদিস-২১৮৫)

যাবতীয় অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য মাসনুন আমলসমূহ

প্রতিটি কাজের শুরুতেই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দিষ্ট কোনো দুআ বা আমলের নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

কিছু কিছু কাজ এমন আছে, যেখানে শয়তানের ও খারাপ জিনের আসর বা ওয়াসওয়াসা প্রক্ষেপণের আশঙ্কা বেশি থাকে, ওই সমস্ত জায়গায় রাসূল (সা.) আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (সা.)-এর শিক্ষানুসারে জিনের আসর, জাদু, বদনজর, ওয়াসওয়াসা-সহ মাখলুকের সমস্ত অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আমরা নিচের দুআগুলোর বিষয়ে যত্নশীল হতে পারি। এ ছাড়াও আমাদের সমস্ত কাজ যেন আল্লাহর ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত পথে হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। কেননা যদি আল্লাহ আমাদের হয়ে যান, তবে বান্দার আর ভয় কীসের?

প্রতিদিন সকালে ১০০ বার পাঠ করা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তাঁর কোনো অংশীদার নেই; রাজত্ব তারই। প্রশংসা সব তারই। তিনি সমস্ত কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" *(ইবনু হিব্বান, হাদিস-২০২৩)*

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়া

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সাথে আসমান-জমিনের কোনোকিছুই ক্ষতি করতে পারে না। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।" *(তিরমিযি, হাদিস-৩৩৮৮)*

প্রতিদিন সকাল-বিকাল সাতবার করে পড়ুন

حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর ওপর ভরসা ভরসা করেছি আর তিনিই আরশের মহান অধিপতি।" *(আবু দাউদ, হাদিস-৫১৮১)*

টয়লেটে যাওয়ার পূর্বে শয়তান থেকে পানাহ চেয়ে দুআ পড়ুন

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"হে আল্লাহ, তোমার কাছে খবীস জিন শয়তান নর-নারী থেকে আশ্রয় চাইছি।" *(বুখারি, হাদিস-১৪২)*

সহবাসের পূর্বে শয়তান থেকে আশ্রয় চেয়ে পড়া উচিত

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ, আমাদের শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং যে সন্তান আমাদের দান করবেন, তার থেকেও শয়তানকে বিতাড়িত করুন।" *(বুখারি, হাদিস-৩২৫১)*

ব্যথার স্থানে হাত রেখে বারবার পড়ুন

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

"আমি আল্লাহর পরাক্রম ও ক্ষমতার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি, যা-কিছু অনুভব করছি এবং যা-কিছু অনুমান করছি সমস্ত কিছুর অনিষ্ট থেকে।" *(ইবনু মাজাহ, হাদিস-২৮৫৫)*

যেকোনো সময় ভয় পেলে বলুন

اعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ السَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

"আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি তাঁর রাগ থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের মন্ত্রণাসমূহ থেকে এবং যেন শয়তান আমার কাছে আসতে না পারে।" *(তিরমিযি, হাদিস-৩৫২৮)*

মেঘের গর্জনে বা বিদ্যুৎ চমকালে বলুন

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার ক্রোধ দিয়ে হত্যা করবেন না, ধ্বংস করবেন না। আমাদেরকে মৃত্যুর পূর্বেই ক্ষমা করুন।"

(তিরমিযি, হাদিস-৩৪৫০)

বেশি বেশি বলুন

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো অবলম্বন নেই, কোনো সামর্থ্য নেই।"

(বুখারি, হাদিস-৬৩৮৪)

আর্থ-সামাজিক-ব্যক্তিগত-পারিবারিক যেকোনো বিপদে পড়ুন

نَا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

"আমরা আল্লাহর জন্য; আল্লাহরই কাছে ফিরে যাব। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের বিপদে আমাদের প্রতিদান দিন এবং বিপদ শেষে উত্তম বিদলা দিন।" *(বুখারি, হাদিস-১১৮)*

ব্যবসার মন্দা, চাকুরি না পাওয়া, বিবাহ না হওয়া, দাম্পত্য জীবনের জটিলতা-সহ যেকোনো পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় নিচের দুআগুলো পড়ুন:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

"হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকর্তা, তোমার রহমতের সাহায্য চাইছি, তুমি আমার সমস্ত অবস্থাকে সংশোধন করে দাও; তুমি আমাকে আমার দায়িত্বে এক পলকের জন্যও ছেড়ে দিয়ো না।"
(নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ১০৪০৫)

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ, তোমার রহমত আশা করছি। তুমি আমাকে আমার দায়িত্বে এক পলকের জন্যও ছেড়ে দিয়ো না; তুমি আমার সমস্ত অবস্থাকে সংশোধন করে দাও। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"
(আবু দাউদ, হাদিস-৫০৯০)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

"মহান ও সহনশীল আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আরশে-আযীমের অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আসমানরাজির প্রভু, জমিনের রব এবং আরশের মহানুভব অধিপতি আল্লাহ ব্যাতিরেকে কোনো ইলাহ নেই।" *(মুসলিম, হাদিস-২৭৩০)*

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

"তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের মাঝে শামিল।" *(সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৮৭)*

বিবাহের ফায়সালা দ্রুত হওয়ার জন্য এ দুআটি পড়তে পারেন (সালাতুল হাজাতের পাশাপাশি)

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

"রব আমার! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাযিল করো না কেন, আমি তার মুখাপেক্ষী!" *(সূরা কাসাস, আয়াত-২৪)*

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ুন

بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي

"আল্লাহর নামে! আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। হে আল্লাহ, আমি যেন ভ্রষ্ট না হই, কেউ আমাকে যেন ভ্রষ্ট করতে না পারে, তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। হে আল্লাহ, আমি যেন অবিচার না করি, কেউ আমার প্রতি যেন অবিচার না করতে পারে, তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি, আমি যেন ভুলে না যাই ও আমাকে যেন ভুলে যাওয়া না হয়।" *(ইবনুল কাইয়্যিম, যাদুল মাআদ: ২/৩৩৫)*

যেকোনো সিদ্ধান্তের কল্যাণ আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার জন্য পরামর্শের পাশাপাশি দু-রাকাআত নফল সালাত পড়ে এ-দুআটি

পড়ুন এবং ইসতিখারার বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে ফায়সালা চেয়ে নিন।

(এই সালাত ও দুআর পদ্ধতিকে ইসতিখারা বলে)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَاجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ أَي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِى وَاجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنْهُ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি, আপনার ক্ষমতার ওসিলায় সক্ষমতা প্রার্থনা করছি; আপনার বিরাট অনুগ্রহ হতে কামনা করছি। কেননা আপনি পারেন, আমরা পারি না এবং আপনি জানেন, আমরা জানি না। আপনিই গায়েবের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। আপনার ইলম অনুযায়ী, এ বিষয়টি (যে বিষয়ে ইসতিখারা করা হয়েছে)

যদি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে আমার জন্য তা কবুল করুন এবং আমার জন্য সহজ করুন। তারপর তাতে হে আল্লাহ, আমার জন্য কল্যাণের ফয়সালা রাখুন। পক্ষান্তরে আপনার ইলম অনুযায়ী, যদি তা আমার দ্বীন-দুনিয়া ও পরিণামের জন্য ক্ষতির কারণ হয়, তা হলে সেটিকে আমার থেকে বিরত রাখুন এবং আমাকেও উক্ত বস্তুটি থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর হ্যাঁ, কল্যাণ যেখানেই থাকুক না কেন, আমার জন্য তা ফায়সালা করুন তা যেখানেই থাকুক এবং আমাকে সন্তুষ্টচিত্ত করুন।" *(ইবনু হিব্বান, ৮৮৫)*

এখানে সর্বশেষ আমরা ইসতিখারার দুআ আনলাম, যেন আমরা ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য ফকির-কবিরাজের কাছে না দৌড়াই। কুরআন-হাদীসে আরও অসংখ্য দুআ আছে, এখানে অতি সামান্য কিছু দুআ উপস্থাপন করা হলো, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন। দুআগুলো মুখস্থ করার ও অনুশীলনের তাওফীক আল্লাহ আমাদের সকলকে। দান করুন, আমীন।

ফি আমানিল্লাহ-এর বিকল্প বাক্য বা দোয়া

"ফি আমানিল্লাহ" ছাড়াও ইসলামী সংস্কৃতিতে এমন কিছু শব্দ বা দোয়া রয়েছে যেগুলো একইভাবে আল্লাহর সুরক্ষা এবং শান্তির প্রার্থনা প্রকাশ করে। মুসলিম সমাজে এসব বাক্য এবং দোয়া বিদায় জানানোর সময়, ভ্রমণের আগে বা বিপদাপন্ন অবস্থায় ব্যবহার করা হয়।

বিকল্প দোয়া এবং বাক্য:

- **আসসালামু আলাইকুম (السلام عليكم) :** "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" এটি ইসলামী অভিবাদন হলেও বিদায় জানানোর সময়ও ব্যবহৃত হয়।
- **আল্লাহ হাফেজ:** এটি সাধারণত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয় বিদায়ের বাক্য, যার অর্থ "আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন।"
- **তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ:** যার অর্থ "আমি আল্লাহর উপর ভরসা করি।" এটি আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার দোয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহারের বৈচিত্র্য:

- বিভিন্ন মুসলিম সমাজে, বিশেষ করে আরব দেশগুলিতে, "ফি আমানিল্লাহ" বাক্যটি বহুল ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ

এশিয়ায় "আল্লাহ হাফেজ" বাক্যটি বেশি জনপ্রিয়। উভয় বাক্যেই আল্লাহর সুরক্ষা কামনা করা হয়, তবে "ফি আমানিল্লাহ" বাক্যটি আরবি ভাষায় আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা এবং সুরক্ষার একটি শক্তিশালী অভিব্যক্তি।

আধুনিক সময়ে ফি আমানিল্লাহ-এর ব্যবহার

বর্তমান যুগে, বিশেষ করে ডিজিটাল যুগে, "ফি আমানিল্লাহ" বাক্যটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু মৌখিক বা বিদায়ের সময়ে ব্যবহৃত না হয়ে, এটি এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং ডিজিটাল মেসেজিংয়ের অংশ হয়ে উঠেছে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার:

- সোশ্যাল মিডিয়া এবং মেসেজিং: আজকাল মুসলিম সমাজে "ফি আমানিল্লাহ" বাক্যটি প্রায়ই ডযধঃংঅঢ়ঢ়, ঋধপবনড়ড়শ এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে যখন কেউ ভ্রমণ করেন, তার বিদায় বা নিরাপত্তার জন্য এই বাক্যটি মেসেজ বা পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা:

- মানুষ এখন একে অপরের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে এবং "ফি আমানিল্লাহ" বাক্যটি ব্যবহার করে সহজেই আল্লাহর নিরাপত্তার প্রার্থনা করা যায়। এছাড়া, এটি সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

আধুনিক যুগে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলিতে এই বাক্যাংশের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ইসলামি বিশ্বাস এবং দোয়ার সমসাময়িক প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে।

আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশান্তিতে ফি আমানিল্লাহ-এর ভূমিকা

"ফি আমানিল্লাহ" শুধু একটি বাক্য নয়, এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক দোয়া, যা মুসলিমদের মনে মানসিক শান্তি এবং আস্থা নিয়ে আসে। আল্লাহর সুরক্ষা এবং তাঁর উপর আস্থা রেখে কাউকে বিদায় জানানো একজন মুসলিমের মধ্যে একধরনের প্রশান্তি নিয়ে আসে।

আধ্যাত্মিক প্রশান্তি:

- আল্লাহর প্রতি ভরসা: "ফি আমানিল্লাহ" ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলিমরা আল্লাহর উপর তাদের পরম বিশ্বাস এবং নিরাপত্তার প্রতিফলন করেন। এটি একজন ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহর সুরক্ষা সর্বত্র রয়েছে এবং তাঁর নিরাপত্তায় থাকা মানে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা।

মানসিক প্রভাব:

- বিপদের মুহূর্তে বা অনিশ্চিত সময়ে "ফি আমানিল্লাহ" বাক্যটি মানুষকে মানসিক শক্তি দেয়। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে থাকা মানে সব ধরনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া।
- এটি একটি প্রিয়জনকে বিদায় জানানোর সময় ব্যবহৃত হওয়ার ফলে দুজনের মধ্যকার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে এবং আধ্যাত্মিকভাবে সংযুক্ত রাখে।

ফি আমানিল্লাহ-এর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব

"ফি আমানিল্লাহ" মুসলিম সমাজে শুধু একটি ধর্মীয় বাক্য নয়, এটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে গভীর প্রভাব ফেলে। এটি ইসলামী সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক প্রভাব:

- **বিদায়ের সময়:** মুসলিম সমাজে বিদায় জানানোর সময় "ফি আমানিল্লাহ" বলা হয় আল্লাহর উপর ভরসা রেখে প্রিয়জনের জন্য সুরক্ষা প্রার্থনা করার জন্য। এটি পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

সাংস্কৃতিক ভূমিকা:

- **আরব এবং দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সমাজ:** বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিমদের মধ্যে এই বাক্যাংশটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রায়ই প্রাত্যহিক জীবনে কথোপকথনের একটি অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পরিবার এবং সামাজিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে।

আন্তর্জাতিক মুসলিম সমাজে ভূমিকা:

- বিশ্বব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে আরব দেশ এবং অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে, "ফি আমানিল্লাহ" একটি ঐতিহ্যবাহী এবং গ্রহণযোগ্য অভিব্যক্তি যা জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সীমানা অতিক্রম করে।

ফি আমানিল্লাহ ব্যবহার: ধর্মীয় এবং ঐতিহ্যগত নির্দেশিকা

ব্যবহারের ধর্মীয় নির্দেশিকা:

- **বিশ্বাস এবং বিনয়:** "ফি আমানিল্লাহ" বলা মানে আল্লাহর প্রতি নিজের আত্মসমর্পণ এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রদর্শন করা। এটি শুধু কথার মাধ্যমে নয়, মন থেকে বলা উচিত, যাতে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

ঐতিহ্যগত ব্যবহার:

- **ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে:** মুসলিম ঐতিহ্য অনুযায়ী, পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা কাছের কাউকে বিদায় জানাতে এই

বাক্যটি ব্যবহার করা হয়। এটি কখনোই হালকা করে ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এটি একজন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর সুরক্ষা প্রার্থনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

উপসংহার: ফি আমানিল্লাহ-এর সার্বিক গুরুত্ব

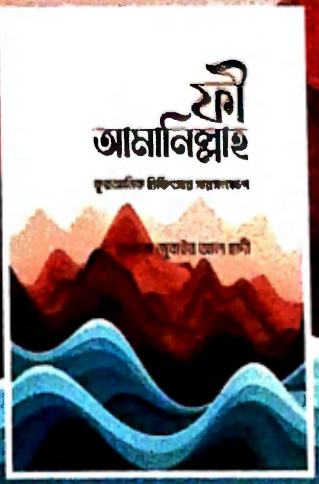
"ফি আমানিল্লাহ" শুধু একটি আরবি বাক্য নয়, বরং এটি একটি গভীর অর্থবহ দোয়া, যা আল্লাহর সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার উপর পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন করে। এটি ইসলামী সংস্কৃতির এবং বিশ্বাসের একটি অপরিহার্য অংশ, যা বিদায়, ভ্রমণ এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

সার্বিক গুরুত্ব:

- "ফি আমানিল্লাহ" একটি ছোট বাক্য হলেও, এর আধ্যাত্মিক এবং মানসিক প্রভাব বিশাল। এটি আল্লাহর সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার প্রতি একটি শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি, যা মুসলিম সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত।

মুসলিমদের জীবনে "ফি আমানিল্লাহ" বাক্যটি শুধু কথোপকথনের অংশ নয় বরং এটি একটি বিশ্বাসের প্রকাশ এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার গভীর প্রমাণ।

সমাপ্ত



মাকতাবাতুল মারিয়াম
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯৭০-৭৩২০৯৪, ০১৭১০-৭৩২০৯৪।